মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৪

The Evidence Is Clear:
Invest In Prevention

মাদকের আগ্রাসন দৃশ্যমান
প্রতিরোধেই সমাধান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র। ১৪ জুলাই ২০২৪। ৩০ আষাঢ় ১৪৩১। সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
গণভবন, ঢাকা।

বাণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সুফল প্রকাশ করে নিজে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে অবৈধভাবে অধিকাংশ বেআইনি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৪ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা যা মানব সভ্যতাসহ সামগ্রিক জনগণ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন করেছে। বাংলাদেশ সরকার গণমুখী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জেন্ডার ব্যবহার বিশিষ্টকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে" মর্মে বর্ণিত রয়েছে। দেশের যুব সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা 'Zero Tolerance' নীতি গ্রহণসহকারে দেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে।

১৯৮৮ সাল থেকে ২৬ যুন প্রতিবছর বৈশ্বিক 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' পালিত হয়ে আসছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিগতদিন পালনের ন্যায় প্রতিবছরের মতো এবারও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ নিয়েছে। জেনেভা প্রাইমারি সিনেমা পরিবেশনা ও প্রকাশনা অফার অনুযায়ী 'প্রতিবছর এ দেশে মিলনায়তনে প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে **"The Evidence is clear:Invest in Prevention"**- যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে মাদকের আগ্রাসন দৃশ্যমান, প্রতিরোধেই সমাধান।

ডিপ্লম : মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

ডিপ্লম : দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারকোনো এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন বিষয়কবিষয়ের মাধ্যমে পরিচালনে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম এটি পৃষ্ঠিতকার থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে। যথাঃ

ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালিত মাদক নিয়োগ বিষয়ক কার্যক্রমে পরিবার ভিত্তিক কার্যক্রমে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০১৯ সাল হতে সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে বাস্তবায়নকৃত প্যারেন্ট-চাইল্ড কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মা-বাবা, সংসার সদস্য, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, সিভিল ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নানা ধরনের কার্যসূচির মাধ্যে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, সচেতনতা সভাসহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/স্কুল, কলেজে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে, কুমুদ্র শাখাকেন্দ্র শুরুবার আর মাদকবিরোধী বয়ানের মধ্যে ব্যক্তিক্রমধর্মী কর্মসূচি বেশ অন্যতম।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকবিরোধী টিভিসি (ভিডিওপ্রো), থিম সং, নাটক, নাশিকা, প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে এলাকাভিত্তিক চিত্র ডাকেটে প্রচার করা হয়। ২০২৩ সালে বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ১৩ দফার মাদকবিরোধী টিভিসি নির্মাণ ও প্রচার করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় টিভি টকশো, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রতি মাসেই ক্রল নিউজ/টিভি/রেডিও-সেমিনার-পথনাটক টিভিসি প্রচার করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্যের সরবরাহ হ্রাসের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের অপারেশনস ও গোয়েন্দা অধিশাখার তত্ত্বাবধানে সারাদেশে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, অবৈধ মাদকদ্রব্য আটক, মামলা রুজু, অপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, বিচার আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, যেসবের সাক্ষ্য প্রদান, যেসবের সেবা পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩ সালে ৫৯৮৭৯ টি অভিযান পরিচালনা করে ১৯৫৩৬ জন আসামী গ্রেফতার পূর্বক ১৯২৩৮ টি মামলা রুজু করা হয়।

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিপ্রভাব লাঘবে মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ করা হয়ে থাকে। মাদকাসক্ত নাগরিকদের চিকিৎসা সেবাদানের কার্যক্রম সরকারের একটি অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত। মাদকাসক্ত জেগেদের সরকারিভাবে চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় শহরে ৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে, যার ধারণক্ষম বেড সংখ্যা ১৯৯টি। মাদকাসক্তিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বেসরকারি পর্যায়েও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এ পর্যন্ত মোট ৩৭৮ টি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে বৈধ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, যার বেড সংখ্যা ২৩৪৫ টি।

দেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার কোন বুনিবিধি গাইডলাইন ছিল না। মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জুনিবিধি গাইডলাইন যাতে জনগণ বিষয়েসহ মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানীয় গাইডলাইন হয়ে থাকে সুবাদে সেবা বিতরণ কর্তৃপক্ষ কুরুক্ষ অনুসরণে পাওয়া গেছে। গাইডলাইনটির আলোকে দেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার নজুন ধারা উন্মোচিত হয়েছে। দেশেবেশি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য পরিচ্ছন্ন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চলমান কেন্দ্রগুলির বিভিন্নবিধিবিধান করার। চলমান কেন্দ্রগুলির মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া চলমান কার্যক্রমের সেবার প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে দেশে সার্বিক শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিশ্বমানের ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, মোবাইল টোকার স্থাপন, মাদক সনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়, সেল-ইন্সিডেন্ট স্থাপন, ডগ স্কোয়াড টিমের স্থাপন, ক্রিয়াটিল ফরেনসিক সেবাদানের লক্ষ্যে স্থাপনের মতো প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা রয়েছে।
- ঢিমাসমাত্র হয়ে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ, সেইপথে নাফ নদী, বঙ্গোপসাগর এবং সমুদ্রপথে পাচারিত ৪৬.৫ কিলোমিটার সীমান্ত হয়ে ইয়াবার অনুপ্রবেশ রোধ করে পাচার টেকনাফ বিশেষ জোন মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেকনাফ এলাকায় মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণকল্পে যৌথভাবে কাজ করার জন্য একটি টেকনাফ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও UNODC কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ (চার)টি স্পিডবোটসহ ২টি নাফ নদীতে, ১টি রাঙ্গামাটির পর্যটন নদীতে এবং ১টি চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগরে সার্বক্ষণিক টহলের মাধ্যমে অবৈধ মাদক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- সরকারের নির্ধারণী ইশতেহার অনুযায়ী বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য জরুরত হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩ (তিন) হাজার শয্যার গ্রান্ট দেয়া হয়েছে, যা ইতোমধ্যে ১৬০ টি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে বিতরণ করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত-২০২১) মন্ত্রণালয়ের পরে প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। ইয়াবা বাবদাটি ও বাবসায় পুরুত্বপাকরণে নিরুত্তর ও আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- দেশের ০৪ টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকায়, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) টেলিফ্যাক্সবেলিক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং নতুনভাবে পরিচালনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- প্রাথমিকভাবে নিরাময়কৃত মাদকাসক্ত আবশ্যিক ঘটাতে। জিজিসিম, আইস (ক্রিস্টাল মেথামফিটামিন) ও এলএসডি এর অনুপ্রবেশ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ভাবনার। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন বাংলো সেল জরুরত ও মনের প্রতিটি কুঠুরি, জিজিসিম ফরেনসিক সেবাদানের লক্ষ্যে স্থাপনের মতো প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা হয়েছে।
- এনফোর্সমেন্টের সাথে সিটোকিং সিটির সংযোগ নিয়ে জনগণ স্থরা মাদক অপরাধ নয়ন, মাদক অপরাধ দমনে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতা,আধুনিক যন্ত্রপাতির ও বাবসায় টুকিনি ভূমিকা না থাকা, মাদকাসক্ত পন্থায় ইয়াবার ক্রই অধিদপ্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাগচেঞ্জ।
- ফাংশনালিটী অডিয়ান্স প্রাপ্তপূর্ণ অপরাধীদের মধ্যে অবৈধ মাদক ব্যবহার দেখা যায়। এই সকল অপরাধীদের মোকাবিলায় অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে অস্ত্রের ব্যবহার না থাকা।

আর কাবিনীঃ-

১) মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কর্মচারীদের অস্ত্র প্রদান করা।

২) মনিলন্ডারিং ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ ইউনিট গঠন।

৩) প্রশিক্ষণ এবংচাহিদা বৃদ্ধি করা।

৪) বাসনায়ন কৃষিসহ প্রতিটি উপজেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন করা।

৫) পুলিশ, বাংলাদেশ অনানা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মতো অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে অস্ত্র প্রদান করা।

সর্বোপরি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে অবৈধ মাদকের প্রবাহ রোধে, উৎপাদ ও অনানা শিল্পে ব্যবহার হৈব মাদকের শুল্ক আদায় সাশ্রয়কল্পে, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, পরিবেশ ও অন্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, মাদকদ্রব্যের কৃষক সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরোধ কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, জাতিসংঘের অনানা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগ সহযোগিতা নিয়ে মাদক-সম্পর্কে তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাসহ বহুমাত্রিক মাদক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্দোলনে দেশের যুব সমাজকে মাদকাসক্তি মুক্ত করে স্থাট বাংলাদেশ গড়ার অগ্রবর্তী নিয়ামক স্থাট নাগরিক তৈরিতে ভূমিকা রাখতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

লেখকঃ খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ ও মাদকদ্রব্যবিরুদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে অবৈধভাবে অধিকাংশ বেআইনি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৪ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা যা মানব সভ্যতাসহ সামগ্রিক জনগণ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন করেছে। বাংলাদেশ সরকার গণমুখী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক জেন্ডার ব্যবহার বিশিষ্টকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে" মর্মে বর্ণিত রয়েছে। দেশের যুব সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা 'Zero Tolerance' নীতি গ্রহণসহকারে দেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে।

১৯৮৮ সাল থেকে ২৬ যুন প্রতিবছর বৈশ্বিক 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' পালিত হয়ে আসছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিগতদিন পালনের ন্যায় প্রতিবছরের মতো এবারও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ নিয়েছে। জেনেভা প্রাইমারি সিনেমা পরিবেশনা ও প্রকাশনা অফার অনুযায়ী 'প্রতিবছর এ দেশে মিলনায়তনে প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে **"The Evidence is clear:Invest in Prevention"**- যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে মাদকের আগ্রাসন দৃশ্যমান, প্রতিরোধেই সমাধান।

ডিপ্লম : মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

ডিপ্লম : দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারকোনো এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন বিষয়কবিষয়ের মাধ্যমে পরিচালনে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম এটি পৃষ্ঠিতকার থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে। যথাঃ

ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালিত মাদক নিয়োগ বিষয়কবিষয়ের কার্যক্রমে পরিবার ভিত্তিক কার্যক্রমে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০১৯ সাল হতে সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে বাস্তবায়নকৃত প্যারেন্ট-চাইল্ড কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মা-বাবা, সংসার সদস্য, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, সিভিল ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নানা ধরনের কার্যসূচির মাধ্যে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, সচেতনতা সভাসহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/স্কুল, কলেজে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে, কুমুদ্র শাখাকেন্দ্র শুরুবার আর মাদকবিরোধী বয়ানের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি বেশ অন্যতম।

মাদকদ্রব্যের সরবরাহ হ্রাসের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের অপারেশনস ও গোয়েন্দা অধিশাখার তত্ত্বাবধানে সারাদেশে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, অবৈধ মাদকদ্রব্য আটক, মামলা রুজু, অপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, বিচার আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, যেসবের সেবা পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩ সালে ৫৯৮৭৯ টি অভিযান পরিচালনা করে ১৯৫৩৬ জন আসামী গ্রেফতার পূর্বক ১৯২৩৮ টি মামলা রুজু করা হয়।

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিপ্রভাব লাঘবে মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ করা হয়ে থাকে। মাদকাসক্ত নাগরিকদের চিকিৎসা সেবাদানের কার্যক্রম সরকারের একটি অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত। মাদকাসক্ত জেগেদের সরকারিভাবে চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় শহরে ৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে, যার ধারণক্ষম বেড সংখ্যা ১৯৯টি। মাদকাসক্তিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বেসরকারি পর্যায়েও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এ পর্যন্ত মোট ৩৭৮ টি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে বৈধ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, যার বেড সংখ্যা ২৩৪৫ টি।

দেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার কোন বুনিবিধি গাইডলাইন ছিল না। মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জুনিবিধি গাইডলাইন যাতে জনগণ বিষয়েসহ মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানীয় গাইডলাইন হয়ে থাকে সুবাদে সেবা বিতরণ কর্তৃপক্ষ কুরুক্ষ অনুসরণে পাওয়া গেছে। গাইডলাইনটির আলোকে দেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার নজুন ধারা উন্মোচিত হয়েছে। দেশেবেশি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য পরিচ্ছন্ন বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চলমান কেন্দ্রগুলির বিভিন্নবিধিবিধান করার। চলমান কেন্দ্রগুলির মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া চলমান কার্যক্রমের সেবার প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে দেশে সার্বিক শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিশ্বমানের ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, মোবাইল টোকার স্থাপন, মাদক সনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়, সেল-ইন্সিডেন্ট স্থাপন, ডগ স্কোয়াড টিমের স্থাপন, ক্রিয়াটিল ফরেনসিক সেবাদানের লক্ষ্যে স্থাপনের মতো প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা হয়েছে।
- ঢিমাসমাত্র হয়ে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ, সেইপথে নাফ নদী, বঙ্গোপসাগর এবং সমুদ্রপথে পাচারিত ৪৬.৫ কিলোমিটার সীমান্ত হয়ে ইয়াবার অনুপ্রবেশ রোধ করে পাচার টেকনাফ বিশেষ জোন মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেকনাফ এলাকায় মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণকল্পে যৌথভাবে কাজ করার জন্য একটি টেকনাফ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও UNODC কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ (চার)টি স্পিডবোটসহ ২টি নাফ নদীতে, ১টি রাঙ্গামাটির পর্যটন নদীতে এবং ১টি চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগরে সার্বক্ষণিক টহলের মাধ্যমে অবৈধ মাদক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- সরকারের নির্ধারণী ইশতেহার অনুযায়ী বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য জরুরত হিসেবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩ (তিন) হাজার শয্যার গ্রান্ট দেয়া হয়েছে, যা ইতোমধ্যে ১৬০ টি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে বিতরণ করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত-২০২১) মন্ত্রণালয়ের পরে প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। ইয়াবা বাবদাটি ও বাবসায় পুরুত্বপাকরণে নিরুত্তর ও আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- দেশের ০৪ টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকায়, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) টেলিফ্যাক্সবেলিক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং নতুনভাবে পরিচালনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- প্রাথমিকভাবে নিরাময়কৃত মাদকাসক্ত আবশ্যিক ঘটাতে। জিজিসিম, আইস (ক্রিস্টাল মেথামফিটামিন) ও এলএসডি এর অনুপ্রবেশ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ভাবনার। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন বাংলো সেল জরুরত ও মনের প্রতিটি কুঠুরি, জিজিসিম ফরেনসিক সেবাদানের লক্ষ্যে স্থাপনের মতো প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা হয়েছে।
- এনফোর্সমেন্টের সাথে সিটোকিং সিটির সংযোগ নিয়ে জনগণ স্থরা মাদক অপরাধ নয়ন, মাদক অপরাধ দমনে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতা,আধুনিক যন্ত্রপাতির ও বাবসায় টুকিনি ভূমিকা না থাকা, মাদকাসক্ত পন্থায় ইয়াবার ক্রই অধিদপ্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাগচেঞ্জ।
- ফাংশনালিটী অডিয়ান্স প্রাপ্তপূর্ণ অপরাধীদের মধ্যে অবৈধ মাদক ব্যবহার দেখা যায়। এই সকল অপরাধীদের মোকাবিলায় অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে অস্ত্রের ব্যবহার না থাকা।

আর কাবিনীঃ-

১) মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কর্মচারীদের অস্ত্র প্রদান করা।

২) মনিলন্ডারিং ও সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ ইউনিট গঠন।

৩) প্রশিক্ষণ এবংচাহিদা বৃদ্ধি করা।

৪) বাসনায়ন কৃষিসহ প্রতিটি উপজেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন করা।

৫) পুলিশ, বাংলাদেশ অনানা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মতো অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে অস্ত্র প্রদান করা।

সর্বোপরি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে অবৈধ মাদকের প্রবাহ রোধে, উৎপাদ ও অনানা শিল্পে ব্যবহার হৈব মাদকের শুল্ক আদায় সাশ্রয়কল্পে, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, পরিবেশ ও অন্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, মাদকদ্রব্যের কৃষক সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরোধ কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, জাতিসংঘের অনানা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগ সহযোগিতা নিয়ে মাদক-সম্পর্কে তৈরির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাসহ বহুমাত্রিক মাদক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্দোলনে দেশের যুব সমাজকে মাদকাসক্তি মুক্ত করে স্থাট বাংলাদেশ গড়ার অগ্রবর্তী নিয়ামক স্থাট নাগরিক তৈরিতে ভূমিকা রাখতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

লেখকঃ খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

স্বাস্থ্য
স্বাস্থ্য সম্পদ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে অবৈধভাবে অধিকাংশ বেআইনি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ উদ্যাপন উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যেসব অফার করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন বিষয়ক সেমিনার, কর্মশালা, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রকল্পের কার্যক্রম এবং মাদকের ক্ষতির দিক সম্পর্কে প্রতি মাসেই ক্রল নিউজ/টিভি/রেডিও-সেমিনার-পথনাটক টিভিসি প্রচার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসের উদ্যাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্য সম্পদ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির পক্ষে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাস্থ্য সম্পদ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বের অন্য